সংবাদ

তারিখ 24 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বরিশাল সিটি কলেজ

দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত অধ্যক্ষের ফের যোগদান : ব্যাহত পড়াশোনা

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

দুর্নীতির দায়ে বরখাস্তকৃত বরিশাল সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এলডিপির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক সাংসদ অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ খান পুনরায় অধ্যক্ষ পদে যোগ দেয়ায় কলেজটিতে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। ২৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৮ জনই সম্ভাব্য হয়রানির ভয়ে গণছুটি নেয়ায় কলেজটিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারের অনুমতি ছাড়াই কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সরকারি জমিতে বেআইনিভাবে ১৯৯৩ সালে বরিশাল সিটি কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন আ. রশীদ খান। ১৯৯৬ সালে তার বিরুদ্ধে কলেজ তহবিলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে সোয়া ১৪ লাখ টাকা আত্মসাতের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

বিষয়টি আদালতে গড়ালে ২০০৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আদালতে একটি দরখাস্ত দিয়ে উল্লেখ করেন অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তার পক্ষে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না বলে তিনি কলেজটিতে অধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে আগ্রহী নন। আদালত ২০০৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মামলাটি খারিজ করে দেন।

দীর্ঘদিন চুপ থাকলেও কিছুদিন আগে তিনি পুনরায় কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেয়ার উদ্যোগ নেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরিশালের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) আ.ন. আহাম্মদ আলীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ১৫ মার্চ কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসকের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে কলেজ তহবিলে ১৬ লাখ ৯৪ হাজার ৪৬ টাকা গরমিলের অপেক্ষে অধ্যক্ষ আ. রশীদ খানের অবসরগ্রহণের পূর্বকালের অবশিষ্ট দেনার জন্য পুনর্বহাল করার সুপারিশ করা হয়। অবশ্য কমিটির অন্যতম সদস্য এডভোকেট আলী আহমেদ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ায় প্রতিবেদনে সই করেননি।

কলেজ পরিচালনা কমিটির গত ১৮ মার্চের সভায় অধ্যক্ষ আ. রশীদ খানের পুনরায় অধ্যক্ষ পদে যোগ দেয়ার আবেদনটি কোনরূপ শর্ত ছাড়াই গ্রহণ করে তাকে চাকরিতে যোগদান করার অনুমতি দেয়া হয়।